13.2 পরিব্রাজনের পটভূমি (Background of Migration) :

◆ বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময় পরিব্রাজন করতে হয়েছিল। আজ থেকে 1.75 মিলিয়ন বছর আগে প্রাক-আধুনিক স্থানান্তর, সমগ্র ইউরেশিয়া জুড়ে হোমো ইরেক্টাস আদিগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়। নিওলিথিক পর্বে এই পরিব্রাজন মূলত ছিল জলবায়ু নির্ভর। বিশেষত, খাদ্য সংস্থানই ছিল তৎকালীন পরিব্রাজনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

◆ প্রায় 20 হাজার বছর আগে মানুষের আবির্ভাবের পর, আফ্রিকা থেকে পরিব্রাজন প্রবাহ সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

◆ নিওলিথিক যুগের শেষপর্বে কৃষিব্যবস্থার প্রচলন মানুষের পরিব্রাজনের ধারাবাহিকতায় কিছুটা সাময়িক বিরতি আনলেও, পরিবর্তনকালে ধাতবযুগে নতুন নতুন ধাতু সংগ্রহের নেশা পুনরায় মানুষকে পরিব্রাজিত করে।

◆ বিগত 500-1000 বছর আগে আবিষ্কারের যুগে ব্যাবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ সমুদ্র পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন ভূখণ্ডের আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে হাতিয়ার করে নতুন বসতিস্থাপন বিশেষ গুরুত্ব পায়। ইউরোপ থেকে বহু সংখ্যক মানুষ এই সময়কালে পরিব্রাজনের মধ্য দিয়ে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

◆ অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে নগরায়ণের যে সূত্রপাত ঘটে, সেখানে আধুনিক জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান ও ভোগবাদী অর্থনীতির নানান সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে আধুনিক পরিব্রাজনের পথ তৈরি হয় এবং তা আজও ঘটে চলেছে।

13.3 পরিব্রাজনের ধারণা (Concept of Migration) :

পরিব্রাজনের ধারণা এবং পটভূমিকে সামনে রাখলে এর বেশ কয়েকটি লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়। যেমন—

(i) পরিব্রাজন একটি গন্তব্যস্থলের দিকে সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে থাকে।
(ii) পরিব্রাজনের ধারাবাহিক প্রবাহের বেশ কয়েকটি স্তর থাকে।
(iii) পরিব্রাজনের ক্ষেত্রে দূরত্বগত কোনো নিয়ম খাটে না। কারণ এটি যেমন স্বল্পদূরত্বে ঘটে, তেমনিই অধিক দূরত্বে ঘটে।
(iv) পরিব্রাজনের গন্তব্যস্থল বিচারে মানুষের বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা প্রাধান্য পায়।
(v) শিল্পের বিকাশ, নগরায়ণ, আধুনিক জীবনযাত্রা, প্রযুক্তিগত উন্নতি পরিব্রাজনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।
(vi) বেশির ভাগ পরিব্রাজনের ক্ষেত্রে কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রাধান্য দেখা যায়।
(vii) পরিব্রাজনের প্রবাহপথটি উভমুখী, যেখানে কিছু সংখ্যক মানুষ উৎস থেকে ক্রমশ গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করে, তেমনই কিছু সংখ্যক মানুষ অন্য অঞ্চল থেকে উৎস অঞ্চলের দিকেও যাত্রা করে।

13.4 পরিব্রাজনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Migration) :

A. প্রব্রজনকারীর জৈবিক বৈশিষ্ট্য (Biological Characteristics of Migrants) :

(1) বয়স (Age) : অন্তর্দেশীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের প্রব্রজনকারীদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। বেশির ভাগ প্রব্রজনকারীদের বয়স 15-35 বছরের মধ্যে। প্রধানত উচ্চশিক্ষালাভ এই সময়কার প্রব্রজনের অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে বাবা-মা'র স্থানান্তরি গমন ও বিয়ে (মেয়েদের ক্ষেত্রে) প্রভৃতি। 20-30 বছর বয়সের প্রব্রজনকারীদের বেশির ভাগই চাকুরি বা পেশার প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করেন। 30 বা তার বেশি অনেকেই বিয়ের পর নতুন বাসস্থানের খোঁজ করেন। বয়স যখন কম থাকে সংসারের দায়দায়িত্বও কম থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা দায়দায়িত্বে মানুষ আটকে পড়ে। প্রব্রজনে আগ্রহ থাকলেও তখন উপায় থাকে না। একই সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতাও কমে যায়।

(2) স্ত্রী-পুরুষভেদ (Sex Difference) : দূর প্রব্রজনকারীদের মধ্যে পুরুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজনকারী মহিলাদের আনুপাতিক হার কমতে থাকে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রব্রজনেও পুরুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাকুরি বা পেশাগত কারণই দূর প্রব্রজনের প্রধান কারণ। মহিলাদের মধ্যে বিয়ে প্রব্রজনের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের মতো সমাজে স্ত্রীকে ঘর বাঁধতে স্বামীর বাড়ি যেতে হয় [চিত্র (a)&(b)]। এ ছাড়া পরিবারের কর্তা যদি স্থানান্তরে যাওয়া মনস্থ করেন, তাহলে তাঁর ওপর নির্ভরশীল অন্যান্যদের স্থানান্তরে যেতেই হয়। মেয়েদের মধ্যে স্বল্প দূরত্বে প্রব্রজনের আধিক্য দেখা যায়।

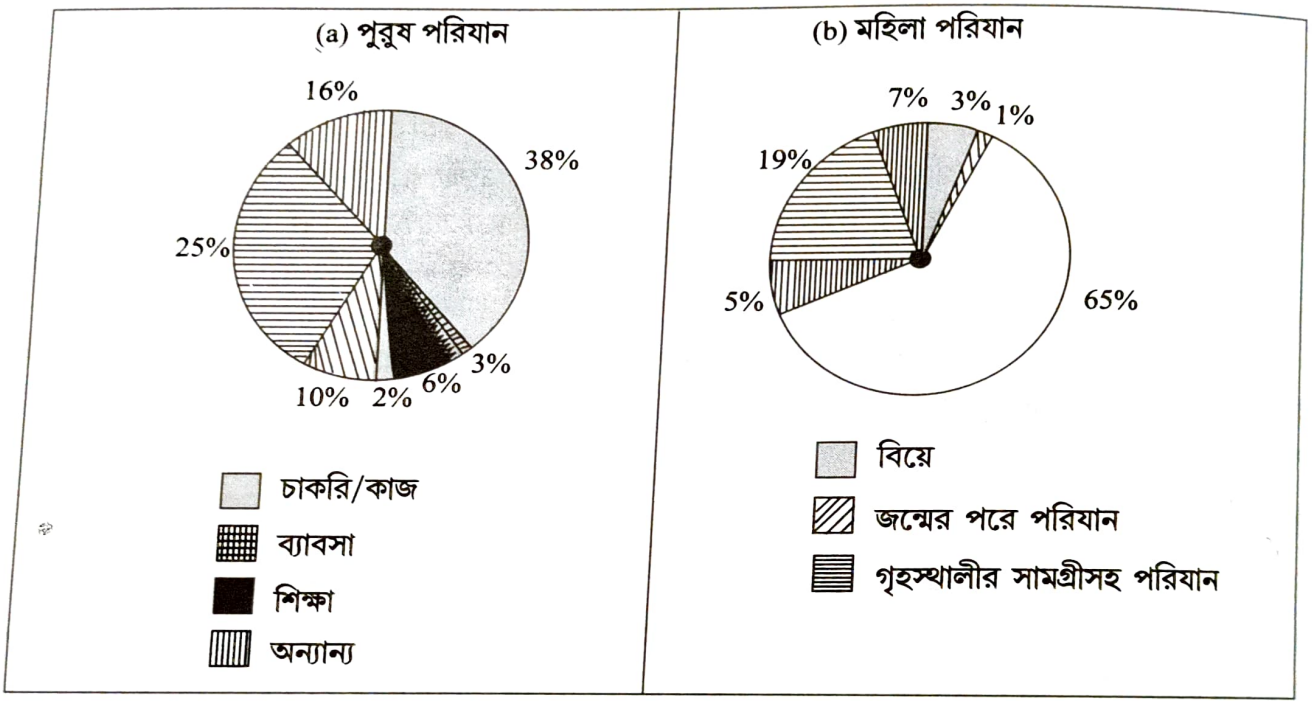

চিত্র 1(a) : ভারতে (2001) পুরুষদের পরিযানের কারণ (কোনো স্থানে 0-9 বছর পর্যন্ত বসবাসের পর)

চিত্র 1(b) : ভারতে (2001) মহিলাদের পরিযানের কারণ (কোনো স্থানে 0-9 বছর পর্যন্ত বসবাসের পর)

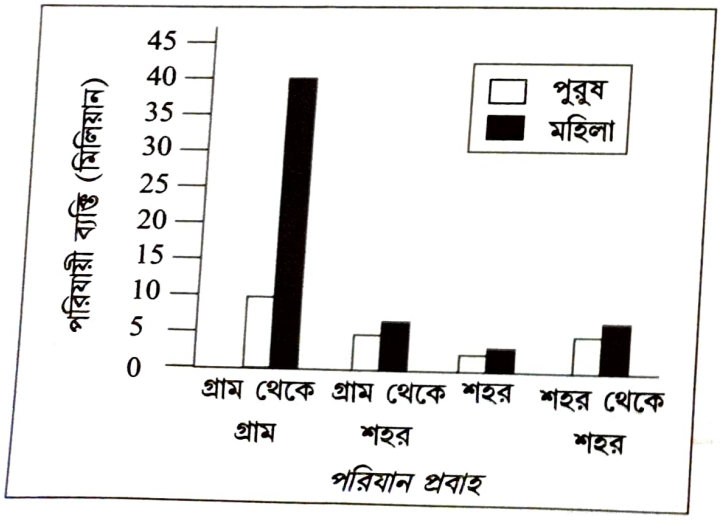

চিত্র 2(a) : আন্তঃরাজ্য (Intra-state) পরিযান (শেষ বাসস্থানের স্থান হিসেবে) (স্থায়িত্ব 0-9 বছর) এবং পরিযান প্রবাহের কারণ হিসেবে (ভারত 2001 জনগণনা)

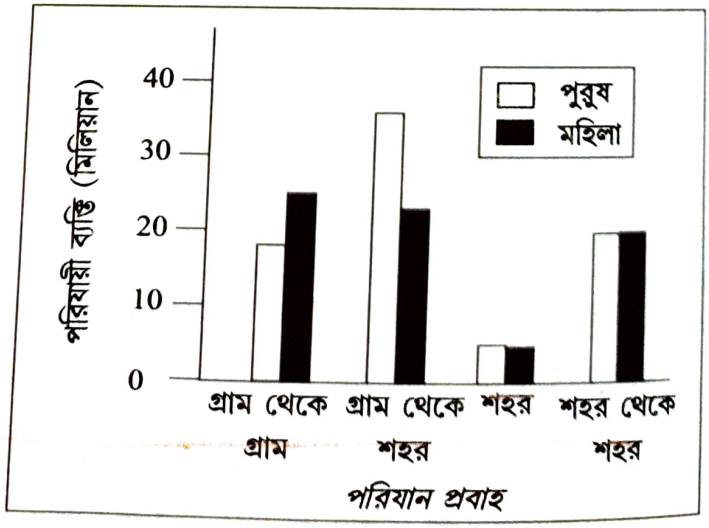

চিত্র 2(b) : অন্তঃরাজ্য (Inter-state) পরিযান (শেষ বাসস্থানের স্থান হিসেবে) (স্থায়িত্ব 0-9 বছর) এবং পরিযান প্রবাহের কারণ হিসেবে (ভারত 2001 জনগণনা)

(3) **জাতিভেদ (Racial Difference)** : শ্বেতকায় ইউরোপীয়রা পৃথিবীর দূরদূরান্তে যত সহজে ছড়িয়ে পড়েছেন, অ-শ্বেতকাররা তেমনভাবে কখনোই ছড়িয়ে পড়েননি। ভারতীয়দের মধ্যে মারোয়াড়ি ও পাঞ্জাবিদের মধ্যে স্থানান্তরে যাওয়ার যে সহজ প্রবণতা দেখা যায়, অন্যান্যদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

(4) **বোধশক্তির তারতম্য (Difference in Intelligence)** : সাধারণভাবে শিক্ষিত ও স্মার্টরা দূর প্রব্রজনে অংশ নেন, কারণ অপরিচিত পরিবেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে এঁদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি। কম দূরত্বের বিচলনে, বিশেষ করে গ্রাম থেকে গ্রামে বা গ্রাম থেকে শহরে বিচলনকারীদের মধ্যে অল্পবুদ্ধি লোকদেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

(5) **শারীরিক সক্ষমতা (Physical Strength)** : প্রব্রজনকারীরা শারীরিক দিক থেকে সুস্থ, সবল ও অনেক বেশি কর্মঠ হন। দুর্বল মানুষরা স্থানান্তরের ধকল সহ্য করতে চান না।

B. প্রব্রজনকারীর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Socio-economical Characteristics of Migrants) :

(1) প্রব্রজনের, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে, অন্যতম প্রধান কারণই হল চাকুরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা। এটা দেখা গেছে যে, নতুন বাসস্থানে স্থিতিলাভ করার আগে প্রব্রজনকারীদের আয় কম ছিল। বেকার বা আধা বেকারদের মধ্যে প্রব্রজন প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

(2) বুদ্ধিজীবী ও পেশাদারি ব্যক্তিদের মধ্যেই পরিযানের অনুপাত বেশি। অতীতে জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ভারতবর্ষ থেকেও মস্তিষ্ক চালনা (brain drain)-র ঘটনা প্রচুর পরিমাণে ঘটে। এর কারণ হল বিদেশে উন্নততর শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার নানান সুযোগ-সুবিধা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছলতা রয়েছে।

(3) গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার উদ্দেশ্যে জীবিকার পরিবর্তন—কৃষি থেকে অকৃষি জীবিকার রূপান্তর।

(4) ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত কারণেও প্রব্রজন ঘটে থাকে। এই ধরনের ঘটনা সাধারণত দলগতভাবে ঘটে থাকে। ধর্মীয় বা সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে কোনো গোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার হওয়ার ঘটনা ঘটলে, ওই বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যান। ইহুদিদের দলে দলে জার্মানি ত্যাগ ও ইজরাইলে গমন, আমেরিকান নিগ্রোদের দক্ষিণাঞ্চলে সরে যাওয়া, হিন্দু ও মুসলমানদের ভারত ভাগের পর দেশত্যাগ, অসমে 'বাঙালি খেদাও' আন্দোলনের ফলে দলে দলে বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা—এই ধরনের প্রব্রজনের উপযুক্ত উদাহরণ।

(5) বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের মধ্যে পরিযানের সংখ্যা বেশি। সংসার বড়ো হয়ে গেলে দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়, ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কমে যায়।

(6) প্রব্রজনকারীদের মধ্যে বিচলন প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ একবার যে 'দেশ' ছেড়েছে তার পক্ষে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বার দেশ পালটানো খুব সহজ ব্যাপার।

(7) প্রব্রজনকারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব বেশি। এরা নানা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

C. প্রব্রজনকারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (Individual Characteristics of Migrants) :

(1) প্রব্রজনকারীরা প্রায়শ উচ্চাভিলাষী ও উদ্যমী হন।

(2) আধুনিক সমাজভাবনা ও জীবনযাত্রায় তাঁরা অভ্যস্ত।

(3) যে কোনো রুচিসম্পন্ন ও গতিময় জীবন এঁরা পছন্দ করেন।

(4) প্রব্রজনকারীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মানসিক ভারসাম্য কম। সেই কারণে মানসিক অসুস্থতার ঘটনাও এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি।

অনেকসময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে দূরে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। পরিচিত মুখ ও জানা পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা পরিবেশে যেতে স্বভাবতই আমাদের দ্বিধা হয়। দূরত্ব মানেই যোগাযোগের

সূত্রটি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, আত্মিক বন্ধন শিথিল হওয়া। অবশ্য যখন চেনাজানা লোক পাওয়া যায়, তখন বিচলনে অনাগ্রহের জোরটা কম হয়। সেই কারণেই সব দেশেই স্বল্প দূরত্বের প্রব্রজনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটে। ছোটোনাগপুর অঞ্চলের খনি শ্রমিক বা অসম-দার্জিলিঙের চা-বাগানের শ্রমিক কিংবা কয়লাখনি, ইটভাটা শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের পরিযান দেখা যায়। উচ্চাভিলাষীরা সাধারণত দুর-দূরান্তেই পরিযান করেন, কেননা মধ্যবর্তী পরিসরে (intervening) প্রায়ই তাঁদের আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ পাওয়া যায় না।

প্রব্রজনের কারণগুলি এতই জটিল ও ব্যক্তিনির্ভর যে প্রতিটি কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়।

13.5 পরিযানের সূত্রসমূহ (Theories of Migration) :

পরিব্রাজনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা একাধিক মতবাদ খাড়া করানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। জনসংখ্যা ভূগোলে (Population Geography) পরিব্রাজন তত্ত্ব (Migration Theory) বাতলানো যথেষ্ট মুশকিল। কারণ প্রথমত স্থান ও কাল ভেদে মানুষের আচার-আচরণ পালটায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের আচার-আচরণকে একটি নিয়মের সূত্রে বাঁধা শক্ত কাজ। পরিযানের ব্যাপারটা খুব জটিল। আর যে যে কারণের জন্য কোনো মানুষ পরিযানের শিকার হন, তা আরও জটিল। এ প্রসঙ্গে **Humphrey** মন্তব্য করেছেন যে, পরিযানের তত্ত্ব খাড়া করানো শক্ত। তবু সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে কিছু মডেল (model)-ভিত্তিক আলোচনা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Ravenstein (1889)-এর প্রচেষ্টাকে শুরু হিসেবে ধরলে পরিযান তত্ত্বের সময়কাল 100 বছরেরও বেশি বলে ধরতে হবে। Ravenstein উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের জনগণনা (Census) থেকে সেখানকার অধিবাসীদের জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে, তাঁদের অন্তর্দেশীয় পরিযান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন।

13.5.1 পরিব্রাজনের হার [Migration Rate] :

দেশ, স্থান এবং কালভেদে পরিব্রাজনের হার একই রকম হয় না। উন্নত সংস্কৃতি ও চেতনাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে পরিব্রাজনের হার বেশি হয়। তুলনামূলকভাবে স্বল্প শিক্ষিত ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে পরিব্রাজনের হার কম হয়। পরিব্রাজনের হার সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে স্থূল পরিব্রাজন (Gross migration), নীট পরিব্রাজন (Net migration), পরিব্রাজন প্রবাহ, পরিব্রাজনের পর্যায়, পরিব্রাজনে ভারসাম্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

▶ **স্থূল পরিব্রাজন (Gross migration)** : উন্নত দেশগুলিতে পরিব্রাজনের হার অনেক বেশি হয়। ধরা যাক, X ও Y দুটি স্থান আছে। X স্থান থেকে Y স্থানে লোকজন এলেন। আবার, Y স্থান থেকে X স্থানে লোকজন গেলেন। তবে যতজন লোক এলেন এবং গেলেন এই দুইয়ের যোগফলের স্থূল পরিব্রাজন (Gross migration) বলে।

▶ **নীট পরিব্রাজন (Net migration)** : কোনো অঞ্চল কিংবা দেশের ক্ষেত্রে অন্তঃপরিব্রাজন এবং বহিঃপরিব্রাজনের বিয়োগফলকে নীট পরিব্রাজন বলে। জনগণনার ক্ষেত্রে নীট পরিব্রাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

▶ **কার্যকর পরিব্রাজন (Effective migration)** : দুটি স্থানের মধ্যে নীট পরিব্রাজনের সঙ্গে ওই দুটি স্থানের জনসংখ্যার স্থানান্তরের অনুপাতকে কার্যকর পরিব্রাজন বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, X ও Y স্থানের নীট পরিব্রাজনের সঙ্গে X ও Y স্থানের মোট জনসংখ্যার স্থানান্তরের অনুপাত হবে কার্যকর পরিব্রাজন।

$$\text{X স্থানের কার্যকর পরিব্রাজন} = \frac{\text{X স্থানের নীট পরিব্রাজন}}{\text{X ও Y স্থানের মোট স্থানান্তরিত জনসংখ্যা}}$$

$$\text{Y স্থানের কার্যকর পরিব্রাজন} = \frac{\text{Y স্থানের নীট পরিব্রাজন}}{\text{X ও Y স্থানের মোট স্থানান্তরিত জনসংখ্যা}}$$

▶ **পরিব্রাজনের ভারসাম্য (Balance in Migration)** : অন্তঃপরিব্রাজন এবং বহিঃপরিব্রাজনের পরিমাণ যদি শূন্য হয় তাহলে পরিব্রাজনে ভারসাম্য আসে অর্থাৎ নীট পরিব্রাজন তখন শূন্য হয়।

▶ **পরিব্রাজন পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি (Some measures of estimation of Migration) :**

(a) নিট পরিব্রাজন (Net Migration) = $(P_1 - P_0) - (B - D) = P_1 - P_0 - B + D$

এখানে P_1 = পরবর্তী আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যা

P_0 = পূর্ববর্তী আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যা

B = আলোচ্য দুটি আদমশুমারি মধ্যবর্তী পর্বে মোট জন্মের সংখ্যা

D = আলোচ্য দুটি আদমশুমারি মধ্যবর্তী পর্বে মোট জন্মের সংখ্যা

(b) অন্তর্মুখী পরিব্রাজন/ইমিগ্রেশনের হার (In-migration or Immigration Rate)[Im] = $\frac{I}{P} \times 1000$

(c) বহির্মুখী পরিব্রাজন/এমিগ্রেশনের হার (Out-migration or Emigration Rate) [Em] = $\frac{O}{P} \times 1000$

(d) নিট পরিব্রাজনের হার (Net Migration Rate) [Nm] = $\frac{I-O}{P} \times 1000$

(e) স্থূল বা গ্রস পরিব্রাজনের হার (Gross Migration Rate) [Gm] = $\frac{I+O}{P} \times 1000$

(এখানে b থেকে e পর্যন্ত দেওয়া সমীকরণগুলিতে ব্যবহৃত সূচকের ব্যাখ্যা ঃ

যেখানে, I = কোনো দেশ বা অঞ্চলে আগত মোট পরিব্রাজকের সংখ্যা

O = কোনো দেশ বা অঞ্চল থেকে চলে যাওয়া মোট পরিব্রাজকের সংখ্যা

P = উৎসস্থল (place of origin) অথবা গন্তব্যস্থল (place destination)-এর মোট জনসংখ্যা)।

13.5.2 *Ravenstein-র পরিব্রাজন সম্পর্কে মতবাদ (Theory of Ravenstein on Migration) :*

(1) পরিযান ও দূরত্ব (Migration and Distance) : প্রবাসীদের একটা বড়ো অংশ কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে পরিব্রাজন করেন। এ ধরনের পরিযান সব দেশের জনগণের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এ থেকে 'পরিযান ঢেউ' (currents of migration) তৈরি হয়, যার লক্ষ থাকে বড়ো বড়ো বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। ওপরের বক্তব্য থেকে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তাহল—(i) দূরত্বের সঙ্গে পরিযানের সম্পর্ক আছে। (ii) অনেক দূরের প্রবাসীরা পরিযানের ক্ষেত্রে বড়ো বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে যাওয়া পছন্দ করেন।

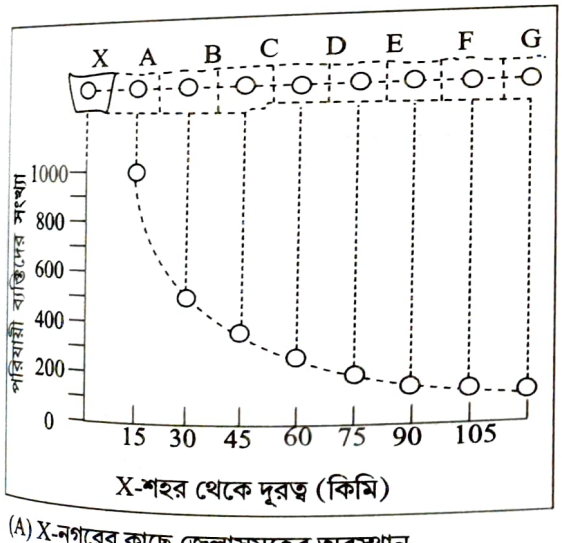

(A) X-নগরের কাছে জেলাসমূহের অবস্থান
(B) X-নগর থেকে দূরত্বের সম্পর্ক ও X-নগরে পরিযায়ী ব্যক্তিদের সংখ্যা।

চিত্র 3 : পরিযান : Distance-Decay Model

সারণি 1

X নগর থেকে পরিযায়ীদের বিচলন (কিমিতে)

জেলার নাম	শহর থেকে দূরত্ব (কিমি)	পরিযায়ী ব্যক্তিদের সংখ্যা (প্রতি বছর)
A	15	1000
B	30	500
C	45	350
D	60	250
E	75	200
F	90	175
G	105	150

Ravenstein দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ প্রব্রজনকারীরা কম দূরত্বে পরিযান করেন এবং অল্পসংখ্যক মানুষ দূরে যান। এই মনোভাবকে রাভেনস্টিন **distance decay** বলেছেন (চিত্র 3)।

(2) পর্যায়ক্রমে পরিযান (Migration by Stages) : দ্রুত বিকাশশীল শহরের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা ওই শহরে এসে জড়ো হন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যে জনশূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা আরও দূরের প্রবাসীদের অভিবাসনের (immigration) ফলে পূর্ণ হয়। এই পরিযান ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোনো দ্রুত বিকাশশীল শহরের প্রভাব ধাপে ধাপে দেশের সবচেয়ে দূরবর্তী প্রান্তে গিয়ে পৌঁছোয় (চিত্র 13.4)।

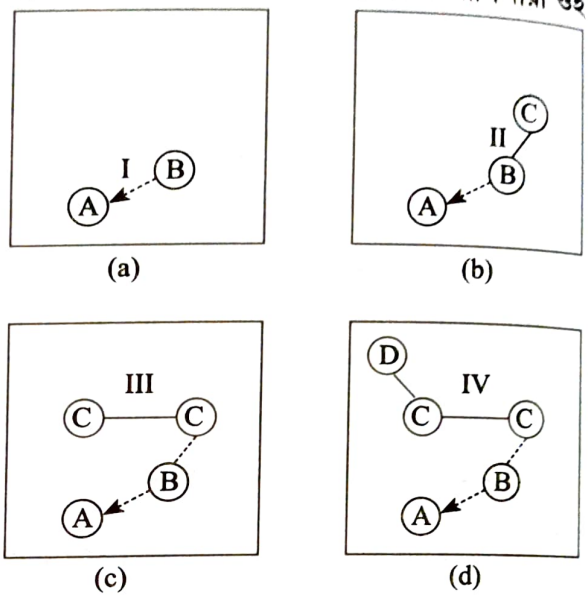

চিত্র 4 : Revenstein-র পর্যায়ক্রমে পরিযান

(3) ঢেউ ও বিপরীত ঢেউ (Current and Counter Stream) : প্রব্রজনের প্রতিটি প্রধান ঢেউ (current)-এর পরিপূরক (compensating) হিসেবে বিপরীত ঢেউ (counter current) সৃষ্টি হয়।

(4) গ্রাম-শহরের পার্থক্য : গ্রামবাসীদের তুলনায় শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে পরিযান প্রবণতা কম।

(5) মহিলাদের প্রাধান্য : কম দূরত্বের পরিযানের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্যই বেশি।

(6) কারিগরি বিদ্যা ও পরিযান : কারিগরি অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজনের মাত্রা বাড়ে।

(7) পরিযানের পিছনে উদ্দেশ্য : প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ পরিযানের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পরবর্তীকালের আলোচনায় দেখা গেছে Ravenstein-এর সাধারণ সূত্রগুলি নীতিগতভাবে ঠিক। কারণ তাঁর অনেক ধারণা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

13.5.3 Lee-র মতবাদ পরিব্রাজন সম্পর্কে (Theory of Lee on Migration) :

Lee (Everette Lee) Ravenstein-র মতবাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছেন। তিনি অবশ্য তিনটি মতবাদের ওপর জোর দিয়েছেন। এগুলি হল—**(1)** প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ, **(2)** প্রব্রজন প্রবাহ ও **(3)** প্রব্রজনকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

(1) প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to volume of Migration) :

(a) কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে প্রব্রজনের মাত্রা ওই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যের ওপর (diversity of areas) নির্ভরশীল।

(b) প্রব্রজনের আয়তন জনসাধারণের বৈচিত্র্যের (diversity of people) ওপর নির্ভরশীল।

(c) প্রব্রজনের আয়তন বিচলনে বাধাদানকারী শক্তিগুলির কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল।

(d) আর্থিক অস্থিরতার সঙ্গে পরিযানের আয়তন নির্ভরশীল।

(e) কঠোর বাধানিষেধ না থাকলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজনের আয়তন ও হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়।

(f) কোনো দেশ বা অঞ্চলের সমৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির ওপর প্রব্রজনের আয়তন ও হার নির্ভরশীল।

(2) প্রবাহ ও বিপরীত প্রবাহ সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to Stream and Counter-Stream of Migration) :

(a) সুনির্দিষ্ট প্রবাহগুলির মধ্যেই বেশির ভাগ বিচলন ঘটে থাকে।

(b) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহেই একটি বিপরীত প্রবাহের (Counter Current) তৈরি হয়।

(c) প্রব্রজন প্রবাহের উৎপত্তির কারণসমূহ যখন উৎসস্থলের ঋণাত্মক ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখনই ওই প্রব্রজন প্রবাহের উচ্চ কার্যকারিতা দেখা দেয়।

(d) উৎস ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে সাদৃশ্যতা যত বেশি হবে, প্রব্রজন প্রবাহ ও তার বিপরীত প্রবাহ ততই দুর্বল হবে।

(e) মধ্যস্থতাকারী বাধাসমূহ (intervening obstacles) যতই প্রবল হবে, প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা ততই বাড়বে।
(f) প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক যুক্ত। অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার তুলনায় অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের সময় প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা বেশি হয়।

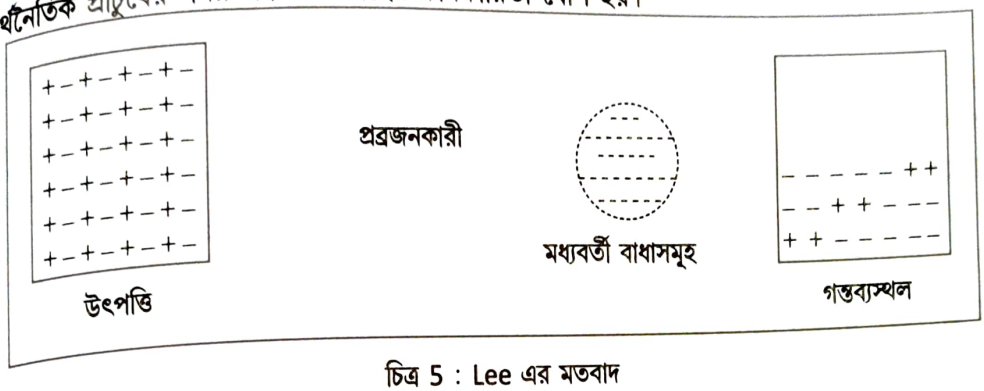

চিত্র 5 : Lee এর মতবাদ

(3) প্রব্রজনকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to the Characteristics of Migrants) :

(a) প্রব্রজন ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে থাকে।

(b) গন্তব্যস্থলের ধনাত্মক প্রভাবে যাঁরা প্রভাবিত হবেন, তাঁরা যথাযথই নির্বাচিত প্রব্রজনকারী।

(c) উৎসস্থলের ঋণাত্মক প্রভাবে যারা প্রভাবিত হয়, তাঁরা নঞর্থক প্রব্রজনকারী। উৎসস্থলের ঋণাত্মক প্রভাব যদি খুব প্রবল ও ব্যাপক হয়, তাহলে কে বিচলন করবে, কে করবে না তা নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(d) সমস্ত প্রব্রজনকারীকে হিসেবের মধ্যে ধরলে নির্বাচিত প্রব্রজনকারীদের বিন্যাস **bi-model** হবে।

(e) মধ্যস্থতাকারী বাধাসমূহ যত বেশি হবে প্রব্রজনকারীরাও তত সুনির্দিষ্ট হবে (চিত্র 5)।

(f) জীবনের একটি বিশেষ সময়ে প্রব্রজনের মাত্রা সব থেকে বেশি এবং ওই বয়সের নিরিখেই প্রব্রজন নির্ধারিত হবে।

13.5.4 পরিব্রাজন সম্পর্কে Zelinsky-র প্রচলন পরিবর্তন মডেল (Mobility Transition Model by Zelinsky) :

জেলেনস্কি 1971 সালে পরিযান সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ মত দিয়েছিলেন, যা **Mobility Transition Model** নামে খ্যাত। তাঁর এই মডেল জনমিতি পরিবর্তন (Demographic Transition) মডেলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মডেলে Zelinsky যে চার প্রকার পরিযানের (আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে শহর) কথা বলেছেন যা জনমিতি পরিবর্তন মডেলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই মডেলের প্রথম পর্যায়ে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম ছিল (কারণ মৃত্যুহার ছিল খুব বেশি) তখন পরিযানও খুব কম ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 1931 সালে ভারতবর্ষে মাত্র 10 শতাংশ মানুষ তাঁদের জন্মভিটার বাইরে বাস করতেন। এই সময় বাইরের খবরাখবর মিলত কম এবং অধিকাংশ মানুষ তাঁদের জন্মভিটাতেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। এই সময় মানুষ কাজের জন্য চাষের খেতে যেতেন এবং কদাচিৎ বাজার ও উৎসবের জন্য বাইরে যেতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃত্যুহার কমে যাওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। উচ্চ জন্মহারও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। জমির ওপর অত্যধিক চাপ, আরও ভালো পরিবহণের সুযোগ, দেশ আবিষ্কার, বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য স্থান সম্পর্কে আরও তথ্য মানুষকে বহির্মুখী করে তুলল। মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিযান করল। বসত এলাকা ছেড়ে নতুন দিগন্তের পথে পাড়ি জমাল, গ্রাম থেকে বিকাশশীল শহরের দিকে এবং শহর থেকে নগরের দিকে পাড়ি জমাল। ইউরোপ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রমুখী মানুষের ঢল এই ধরনের (নতুন বসত এলাকায় বসবাসের জন্য গমন) পরিব্রাজনকে বোঝায়।

Zelinsky-র তৃতীয় পর্যায়টি জনমিতি পরিবর্তনশীল মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের সঙ্গে খাপ খায়। এই সময় জন্মহার কমে গেছে। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও। আন্তর্জাতিক পরিযানের সংখ্যা কমে গেছে। নতুন কৃষিজমি পাওয়ার আশাও কম (যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রে 1930 সালে ঘটেছিল)। কিন্তু একই সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরে পরিযান এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যে কিংবা দুই শহরের মধ্যে পরিযান ঘটে চলল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধরনের বৃত্তির (ডাক্তারি, অধ্যাপনা প্রভৃতি) খোঁজে মানুষ বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে কম জন্মহার ও মৃত্যুহার উন্নত সমাজে কম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাল। এই সময় দুই শহরের মধ্যে আন্তঃশহর পরিযান প্রাধান্য লাভ করেছিল। কম উন্নত দেশ থেকে বেশি উন্নত দেশে দক্ষ শ্রমিকের পরিযান ঘটল।

সমাজ যখন আধুনিক হল তখন দৈনিক সঞ্চারমানতা বাড়ল। ব্যক্তিগত মোটরযানের দৌলতে মানুষ সহজেই এক ঘণ্টার মধ্যে বহু দূরে যেতে পারলো এবং এটাই বর্তমানে ঘটে চলেছে।

13.5.5 গ্র্যাভিটি মডেল (Gravity Model) :

রিলি (W. J. Reilly, 1929)-র মতে, নিউটনের **মহাকর্ষ সূত্র** অবলম্বনে পরিব্রাজনেরও একটি সূত্র উপস্থাপনা করা যায়। রিলি বলেছেন, দুটি নগর এলাকার মধ্যে মানুষের যাতায়াত ওই দুটি নগরের জনসংখ্যার গুণফলের আনুপাতিক এবং নগর দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক।

গ্র্যাভিটি মডেল সূত্র অনুযায়ী— $MI = K\frac{P_1P_2}{d^2}$

যেখানে MI = পরিব্রাজনের সূচক

K = অনুপাতের ধ্রুবক

P_1 = প্রথম নগরের জনসংখ্যা

P_2 = দ্বিতীয় নগরের জনসংখ্যা

13.5.6 পরিব্রাজনের L-F-R মডেল (L-F-R Model of Migration) :

তিন সমাজবিজ্ঞানী **লুইস** (Lewis), **ফেই** (Fei) এবং **রেইনস্** (Rains)-এর নামানুসারে পরিব্রাজনের বর্তমান প্রতিকল্পটি L-F-R মডেল নামে সমধিক পরিচিত। এই প্রতিকল্পের মূল কথা হল—

(ক) দুটি পৃথক অঞ্চল বা দেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দুটি ভিন্ন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটিতে জীবনধারণভিত্তিক কাজকর্মের প্রাধান্য আছে যেখানে যুক্ত রয়েছে প্রচুর অনগ্রসর, অশিক্ষিত, সরল, অদক্ষ মানুষ। এদের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং ছদ্ম বা আংশিক বেকার। এই ক্ষেত্রটিকে **জীবনধারণকেন্দ্রিক ক্ষেত্র** (Subsistence Sector) বলে। পক্ষান্তরে, অন্য আর একটি অঞ্চল বা দেশে **পুঁজিবাদী** শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ওই শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় মানুষ আধুনিক, শিক্ষিত, দক্ষ এবং প্রচুর উৎপাদনে সক্ষম। এখানে মজুরিও বেশি (বিশেষত কৃষিজীবী খেতমজুরের তুলনায়) এই ক্ষেত্রটি **পুঁজিবাদী ক্ষেত্র** (Capitalistic Sector) নামে পরিচিত।

(খ) মজুরির কারণেই জীবনধারণকেন্দ্রিক ক্ষেত্র থেকে পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের দিকে পরিব্রাজন ঘটে।

পরিব্রাজনের কারণরূপে বিকর্ষণকারি (push) এবং আকর্ষণকারি (pull) উপাদানসমূহ

	পরিব্রাজনের "Push Factors"		পরিব্রাজনের "Pull Factors"
(i)	কর্মসংস্থানের অভাব।	(i)	কর্মসংস্থানের সুবিস্তৃত পরিবেশ।
(ii)	বেকারত্ব	(ii)	জীবিকাক্ষেত্রে প্রচুর নিয়োগ।
(iii)	কর্মস্থলে পদোন্নতিগত বাধা	(iii)	কর্মস্থলে দ্রুত অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদোন্নতি।
(iv)	অর্থনৈতিক দুরাবস্থা	(iv)	অর্থনৈতিক অগ্রগতি।